

## ৫১. ৪ || চেতনার স্তর (Levels of Consciousness) :

চেতনা যদিও মনের ধর্ম, তবু মন ও চেতনা সমব্যাপক নয়। আমরা অনেক সময় দেখি, কোন নাম এখন মনে করতে পারছি না, কিন্তু চেষ্টা করলে তা মনে আসতে পারে। এক্ষেত্রে নামটি নিশ্চয় আমার মনের মধ্যেই আছে, তবে তা আমার চেতনার মধ্যে ছিল না। আবার যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সাধারণতঃ আমরা অচেতন থাকি। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অচেতন থাকি না, কেননা ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা পূর্বদিনের ঘটনারলী মনে করতে পারি। এসব ব্যাপার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, চেতনা বলতে যদি স্পষ্ট চেতনা বোঝায় তবে মন সবসময় চেতন নয়। অর্থাৎ চেতনা অপেক্ষা মন অনেক বেশি ব্যাপক।

মনোবিদগণ চেতনার বিভিন্ন স্তর (level) স্বীকার করেছেন। যখন আমরা জেগে আছি এবং কোন বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছি, তখন তা স্পষ্ট চেতনার অবস্থা (Level of clear

consciousness)। একে অনেক সময় 'চেতন স্তর' বা সংজ্ঞান (conscious) বলা হয়। চেতন স্তর বা সংজ্ঞান বলতে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন, অর্থাৎ যা চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে তাকে বুঝি। স্টাউট (Stout), এঞ্জেল (Angell) প্রমুখ মনোবিদগণ চেতনার কেন্দ্রের পর থেকে শুরু করে চেতনার পরিধি পর্যন্ত ক্ষেত্রকে চেতনার স্তর : স্পষ্ট অন্তর্জ্ঞান (subconscious) আখ্যা দিয়েছেন। একেই জেম্‌স্‌ (James) চেতনা বা সংজ্ঞান এবং 'চেতনার প্রান্ত' বলে অভিহিত করেছেন। যে বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রে অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন নেই অথচ যা চেতনার ক্ষেত্রের বাইরে নয়, তা অন্তর্জ্ঞানে আছে বা চেতনার প্রান্তদেশ বলতে হবে। এর অর্থ হল, চেতনার কেন্দ্রকে ঘিরে আছে যে অস্পষ্ট চেতনার স্তর তাকেই অন্তর্জ্ঞান স্তর বা চেতনার প্রান্তদেশ (fringe or margin of consciousness) বলা হয়।

স্পষ্ট চেতনার স্তর অপেক্ষা অন্তর্জ্ঞান বা অস্পষ্ট চেতনার স্তরের পরিধি বেশী বিস্তৃত। অন্তর্জ্ঞান স্পষ্ট চেতনা নয়, আবার চেতনাবিহীনও নয়। অন্তর্জ্ঞানে স্বল্প চেতনা থাকে। এই অবচেতন সম্বন্ধে আমরা সবসময় পূর্ণমাত্রায় সচেতন নই, কিন্তু সচেতন হতে পারি। স্টাউট বলেছেন, সংজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাণে বা মাত্রায়। চেতন স্তরে অর্থাৎ সংজ্ঞানে চেতনা থাকে সুস্পষ্টভাবে, আর অন্তর্জ্ঞান মনে চেতনা থাকে অস্পষ্টভাবে।

সংজ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান ছাড়াও তৃতীয় একটি স্তরের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এর নাম আসংজ্ঞান (pre-conscious)। আমরা অনেক সময় অনেক বিষয়ের কথা ভুলে যাই, আবার একটু চেষ্টা করলেই এসব বিষয় স্মরণ করতে পারি। আবার, আসংজ্ঞান স্তর কোন লোককে দেখে তাকে পূর্ব-পরিচিত বলে চিনতে পারি। তাহলে এসব বিস্মৃত জিনিস কোথায় ছিল? এগুলি নিশ্চয় চেতনার কেন্দ্রে ছিল না, কেননা তাহলে এদের সম্বন্ধে সর্বদাই একটা সুস্পষ্ট চেতনা থাকতো। এরা অন্তর্জ্ঞানে অর্থাৎ চেতনার প্রান্তেও থাকতে পারে না, কেননা সেক্ষেত্রে এদের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট চেতনা থাকতো। আবার, এরা যে নির্জ্ঞান স্তরে ছিল তাও নয়। নির্জ্ঞান স্তরে যা থাকে তা নিজ রূপে কখনই স্পষ্ট চেতনার অর্থাৎ সংজ্ঞান স্তরে আসতে পারে না। সুতরাং, অন্তর্জ্ঞান এবং নির্জ্ঞানের মাঝে একটি স্তর স্বীকার করতে হয়। ফ্রয়েড (Freud) এই স্তরকে 'আসংজ্ঞান' (pre-conscious) বলেছেন। আসংজ্ঞান হল চেতনার ক্ষেত্রের বাইরে চেতনাবিহীন একটি স্তর। আসংজ্ঞানে স্মৃতির উপাদানগুলি থাকে।

আসংজ্ঞানের গভীরে গভীরতর আরও একটি স্তর আছে, যার সম্পর্কে জাগ্রত অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ এবং জাগ্রত অবস্থায় যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই আমাদের নেই। মনকে একটি ভাসমান বরফের পাহাড়ের সাথে তুলনা করা নির্জ্ঞান স্তর যেতে পারে। এই ভাসমান বরফের পাহাড়ের এক-দশমাংশ জলের উপরে প্রত্যক্ষগোচর হয়, বাকী নয়-দশমাংশ জলের নিচে পর্বস্ত বিস্তৃত থাকে।

অনুরূপভাবে, আমাদের মনের চেতনালোকের নীচে একটি গভীরতম অচেতন স্তর আছে যা লোকচক্ষুর অস্ত্রাঙ্গে থেকে আমাদের চেতনালোককে প্রভাবিত করে। মনের এই অঙ্গকার তলকে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান (unconscious) আখ্যা দিয়েছেন। নির্জ্ঞান সম্পর্কে আমরা সচেতন নই কিংবা অস্পষ্ট ভাবেও চেতন নই। শুধু তাই নয়, নির্জ্ঞান স্তরে যেসব ভাবনা বা ইচ্ছা থাকে সেগুলিকে আমরা আমাদের স্মৃতিপটে পুনরুজ্জীবিত করতেও পারি না। এ সত্ত্বেও নির্জ্ঞানকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, কেননা নির্জ্ঞানের প্রকল্প ছাড়া কতকগুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার ক্ষেত্র-বাহির্ভূত, কিন্তু মনের অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রয়েড অন্তর্জ্ঞান স্তরকে স্বীকার করেননি। তিনি সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরের মধ্যবর্তী একটি চেতনাবিহীন স্তর স্বীকার করেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'আসংজ্ঞান'। তাহলে, ফ্রয়েডের মতে চেতনার স্তর হল তিনটি, যথা—সংজ্ঞান বা চেতন স্তর, আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান।

আমরা অবশ্য এসব স্তরভেদকে মেনে নিয়ে বলবো যে, চেতনার মোট চারটি স্তর আছে, যথা—

- (১) সংজ্ঞান (সুস্পষ্ট চেতনা),
- (২) অন্তর্জ্ঞান (অস্পষ্ট চেতনা),
- (৩) আসংজ্ঞান,
- (চেতনার বাইরে কিন্তু চেতনা করলেই চেতনালোককে উঠে আসতে পারে) এবং
- (৪) নির্জ্ঞান বা অজ্ঞাত (ইচ্ছামতো কখনই চেতনালোকে অনা যায় না)।

নির্জ্ঞান

(৩) অন্তর্জ্ঞান

আমাদের সম্পর্কে  
আমরা সে সম্পর্কে  
পাঠ্য বিষয়টি চে  
লক্ষ্যই করছি না  
সচেতন হই। তাহ  
নতুবা তা বন্ধ হ  
(৪) চেতনার

কেব্রের একটি প  
পড়ার কাজ আমা  
থাকে চেতনার প্রা  
অবস্থা আমার চে  
আলোককে বহির্ভ  
|| ৬ || অন্তর্জ্ঞান,  
Pre-conscious

এখানে সংক্ষেপে  
অন্তর্জ্ঞান হল অস্পষ্ট

নামের একটি স্তরের প্রক

পারে। কিন্তু নিজে নিজে আসতে পারে যায়। ব্যক্তির নিজের উদ্দেশ্যে

## ৯ ॥ নির্জ্ঞান বা অবচেতনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ (Proofs for the existence of Un-conscious) :

মনের সব অংশই চেতনার দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। 'মন' ও 'চেতনা' সমব্যাপক নয়। চেতনার পরিধি অপেক্ষা মনের পরিধি অনেক বেশি ব্যাপক। মনের সামান্য একটু অংশ চেতনস্তর। অবশিষ্ট যে বৃহৎ অংশ, তা সমুদ্রে ভাসমান বরফের পাহাড়ের মতো জলের তলে অর্থাৎ চেতনার নিম্নস্তরে রয়েছে। মনের এই গভীরতম স্তরকেই নির্জ্ঞান বা অজ্ঞাত বা Un-conscious বলা হয়েছে।

নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেবার সপক্ষে কতকগুলি তথ্য ও যুক্তি আছে। কার্য মাত্রেরই কারণ থেকে উদ্ভূত। বাহ্য জগতে বা মনোজগতে কোথাও অকস্মাৎ অর্থাৎ বিনা কারণে কোন কিছুই ঘটে না। ভূমিকম্পের কারণ নিহিত থাকে মাটির নীচে। তা আমাদের গোচরে আসে না বলে আমরা ভূমিকম্পকে 'আকস্মিক' দুর্ঘটনা বলে মনে করি। তবে, কার্যমাত্রেরই কারণ যে আমরা সব সময় অনুসন্ধান করে নির্ণয় করতে পারবো তা নয়। অনেক সময় ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এবং বিধিসঙ্গত যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে কারণের কল্পনা করে নিতে হয়।<sup>১</sup> ফ্রয়েড-ই (Freud) সর্বপ্রথম নির্জ্ঞানের কথা বলেন এবং নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব কল্পনা করে নেবার প্রমাণ উত্থাপন করেন। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, মানসিক ব্যাধি, সংবেদন ও অভিভাবন, জাগর-স্বপ্ন, স্বপ্ন, নিদ্রাকালে সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ঘটনাগুলি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

১) দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি : দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি অকারণ নয়। সংজ্ঞান কারণে এসব ঘটে না। এসব ঘটে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাবে। ডক্টর ব্রিল (Dr. Brill) নাম ভুলে যাওয়ার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর একজন সহকর্মী একটি রোগীকে তিন মাস ধরে প্রতিদিন চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই রোগীর নাম স্মরণ করতে পারছেন না। ব্যাপারটি হল এই যে, রোগীটি চিকিৎসার সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়নি। রোগীর এ ধরনের অকৃতজ্ঞতায় চিকিৎসক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এদিকে সেই চিকিৎসকই তাঁর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এই আত্মীয়টি কিছু টাকা ধার চেয়ে চিকিৎসককে পত্র দিয়েছিলেন। চিকিৎসক আত্মীয়টির নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী হলেও যেহেতু আত্মীয়টিকে তিনি পছন্দ করতেন না,

২. সুহৃৎ চন্দ্র মিত্র : মনঃসমীক্ষণ, পৃ. ১৫-১৬

সেইজন্য তিনি ওই পত্রের বিষয় দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন নি। এমন কি, চিঠিটি যে কোথায় রেখেছেন তাও মনে নেই। আত্মীয়টির নাম ব্রাউন (Brown) এবং রোগীটির নাম ব্রনসন্ (Bronson)। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ব্রনসন্ নামটি ভুলে যাওয়ার মূলে এক অপ্রীতিকর মানসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। ব্রাউনের নাম তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন এবং তা থেকেই ব্রাউন কথাটির সাথে সামান্য সাদৃশ্য আছে এমন নামও (ব্রনসন্) তিনি বিস্মৃত হয়েছেন।<sup>৩</sup>

ডাঃ জোনস্ (Jones) নিজের কর্মজীবনের ঘটনাবলী থেকে সংকল্প বিস্মৃতির অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে সমস্ত রোগীকে তিনি কোন কারণে পছন্দ করতেন না, তাদের দেখতে যাবার কথা তিনি প্রায়ই ভুলে যেতেন। সংকল্প ভুলে যাওয়ার আর একটি উদাহরণ : এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর নিকট থেকে প্রায়ই তাগাদা পেতেন কোন এক আত্মীয়ের কাছে চিঠি লেখার জন্য। কয়েকদিন তাগাদার পর তিনি চিঠিটি লিখলেন, কিন্তু চিঠিটি ডাকবাক্সে ফেলতে ভুলে গেলেন। তারপর, চাকরকে দিয়ে চিঠিটি ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। কয়েকদিন বাদে চিঠিখানি পোস্ট অফিস থেকে ফেরত এল, যেহেতু খামের উপর কোন ঠিকানা লেখা ছিল না। অন্য একটি খামে ভরে ঠিকানা লিখে এইবার ভদ্রলোকটি নিজেই তা ডাকবাক্সে ফেললেন। কিছুদিন বাদে চিঠিটি আবার ফেরত এল, যেহেতু ভুল ঠিকানা লেখায় প্রাপককে ওই ঠিকানায় পাওয়া যায় নি। এবার খুব সতর্ক হয়ে সব দিক দেখে চিঠিটি ডাকে দেওয়া হল। আত্মীয়টি চিঠি পেয়ে জানালেন যে, চিঠিটিতে ডাকটিকিট না লাগানোর জন্য প্রাপককে বাড়তি পরিশ্রম দিয়ে চিঠিটি নিতে হয়েছে।

এক কথা বলতে আর এক কথা বলার মূলেও নির্জ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। ফ্রেডেড তাঁর বইয়ে অস্টিয়ার তদানীন্তন পার্লামেন্টের সভাপতির এমন একটি কথার ভুল-এর উল্লেখ করেছেন। সভার কাজ উদ্বোধন করার সময় সভাপতি বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, সভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হয়েছেন, অতএব এবার সভার কাজ বন্ধ হোক।' সেই সভায় কয়েকটি বিতর্কমূলক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, যা নিয়ে সভায় তুমুল বাড়াবয়ে যাওয়ার আশঙ্কার জন্যই তিনি 'আরম্ভ' না বলে 'বন্ধ' বলে ফেলেছেন।

এইসব ক্ষেত্রে যে ভুল ঘটেছে, তা আকস্মিক নয়, কেননা কোন ভুলই দৈবাৎ ঘটে না। এই সব ভুলের পশ্চাতে একটি বিশেষ কারণ আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির মূলে কোন অপ্রীতিকর মানসিক অবস্থার যোগ থাকে। কিন্তু এই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সংজ্ঞানে থাকে না। এই ধরনের দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তির ব্যাখ্যার জন্য নির্জ্ঞানের প্রকল্প স্বীকার করে নিতে হয়।

(২) জাগর-স্বপ্ন : জাগর-স্বপ্ন হল জেগে স্বপ্ন দেখা। একে দিবাস্বপ্নও বলা হয়। জাগর-স্বপ্নের ব্যাখ্যা নির্জ্ঞানের প্রকল্প ছাড়া সম্ভব নয়। ফ্রেডেডের মতে, জাগর-স্বপ্ন একরকম ক্ষতিপূরণের চেষ্টা। বাস্তব জগতে ব্যক্তি যে দুঃখ ও বঞ্চনা ভোগ করে, রঙীন কল্পনার জাল বুনে জাগর-স্বপ্নের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করে। এখানেও নির্জ্ঞান ইচ্ছারই তৃপ্তি ঘটে।

৩. সূত্রঃ চন্দ্র মিত্র : মনঃসমীক্ষণ, পৃ. ২৮-৩০

← (৩) স্বপ্ন : স্বপ্নের ব্যাখ্যাও নির্জ্ঞানের প্রকল্প ছাড়া সম্ভব নয়। স্বপ্নে যা দেখা যায়, তা মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত কামনার ছদ্ম প্রতিকল্প। স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আর কেউই নির্জ্ঞানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন না।

(৪) সংবেশন ও অভিভাবন (Hypnotism and Suggestion) : সংবেশন বা Hypnotism নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। সংবেশনের ফলে দেখা যায় যে, শৈশবের যেসব অভিভক্ততা সংজ্ঞানে কিছুতেই মনে করা যাচ্ছে না, তা-ই সংবিস্ত অবস্থায় মনে করা যায়। আবার, সংবিস্ত অবস্থায় যা করা হয়েছে, সংবেশন থেকে জেগে উঠে তা আর মনে করা যায় না। তাহলে, সংবেশনকালে যা মনে করা হয়েছিল তা নিশ্চয় নির্জ্ঞান স্তরে জমা ছিল।

আবার, কোন ব্যক্তিকে সংবিস্ত করে যদি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সে ৫০ মিনিট পরে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে তার টুপিটি নিয়ে আসবে এবং তা বৈঠকখানার গোলটেবিলের মধ্যস্থলে রেখে তা তিনবার প্রদক্ষিণ করবে, তাহলে দেখা যাবে যে, সে সংবিস্ত অবস্থা থেকে জেগে যদিও সংবেশনকালে কি ঘটেছিল কিছুই স্মরণ করতে পারছে না, তবুও সংবেশনকালে প্রদত্ত নির্দেশ যথাযথ পালন করছে। এ ধরনের ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, নির্জ্ঞান মন ব্যক্তির অগোচরে ব্যক্তিটিকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছে।

← (৫) মানসিক ব্যাধি : মানসিক রোগ ও উপসর্গের চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষক নির্জ্ঞান স্তরের অপরিসীম প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অস্বভাবী মনসম্পন্ন ব্যক্তির নির্জ্ঞান ইচ্ছা নানা রকমের মানসিক ব্যাধি বা উপসর্গের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। গুচিবাইয়ের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ওই উপসর্গে রোগী অথবা রোগিণী অশুচির ভয়ে তটস্থ থাকে এবং সবকিছু গুচি বজায় রাখার জন্য সর্বদাই স্নান, হাতমুখ ধোওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এত করেও তার মনে তৃপ্তি নেই। মনঃসমীক্ষক এই রকম রোগের পিছনে কোন না কোন অবদমিত নিষিদ্ধ কামনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

← (৬) কবি ও শিল্পীর প্রেরণা : কবি, শিল্পী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সৃষ্টি কখনই সচেতন প্রয়াসের ফল নয়। তা যেন মনের কোন অজানা উৎস থেকে স্বতঃউৎসারিত। কবি ও শিল্পীর এই ধরনের প্রেরণার উৎস হিসাবেও নির্জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হয়। ইংরেজ কবি কোলরিজ বলেছেন, তাঁর বিখ্যাত কবিতা (Kubla-Khan) তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় রচিত, জেগে উঠে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন।

← (৭) আবেগ : এমন কতকগুলি আবেগ আছে যা মনের মধ্যে থেকে মনের অগোচরে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে এবং হঠাৎ একদিন আমরা ওই আবেগের অস্তিত্ব জানতে পারি। কিন্তু কখন থেকে আবেগটি মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল তা বুঝতে পারা যায় নি। এক্ষেত্রে আবেগটি নির্জ্ঞানেই ছিল এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন চেতনস্তরে এসেছে। প্রেম, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্জ্ঞানে ঘটে বলে অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন মনের মধ্যে এদের অস্তিত্ব দেখে আমরা চমকে উঠি।

(৮) নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া : অনেক সময় দেখা যায় যে, মন একটি সমস্যার সমাধান করার যথেষ্ট চেষ্টা করেও পারলো না। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরই হঠাৎ সমস্যাটির সমাধান মনের মধ্যে জাগলো। এক্ষেত্রে, সমস্যাটির সমাধান নিশ্চয়ই মনের চেতনস্তরে ঘটে নি, তা নির্জ্ঞান মন ঘটিয়েছে।

(৯) আকস্মিক স্মৃতি : অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটি নাম আপ্রাণ চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছি না। যখন নামটি মনে আনার সচেতন চেষ্টা পরিত্যাগ করে অন্য একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা বা কাজ করা হচ্ছে, তখন হঠাৎ সেই নামটি মনে পড়ে গেল। নির্জ্ঞান মনই যে নামটিকে চেতনার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ রকম প্রকল্প ছাড়া এ ধরনের ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। চেতন মন যখন নামটি স্মরণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, তখনও নির্জ্ঞান মন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং নামটি খুঁজে পাওয়ামাত্র তা চেতনার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছে।

(১০) প্রকৃত উদ্দেশ্যের রূপান্তরিত প্রকাশ : প্রকৃত উদ্দেশ্যের রূপান্তরিত প্রকাশও নির্জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ করে। স্বাভাবিক ব্যক্তির অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা তিন ভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কোন নারী হয়ত সেবাব্রতের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। কিন্তু এর আসল কারণ মাতৃত্বের কামনা তার নির্জ্ঞানে আত্মগোপন করে আছে। একে বলে 'উদ্গতি' (sublimation)। দ্বিতীয়ত, কোন নারী হয়ত অনেকগুলি বিড়াল পুষে ও তাদের আদরযত্ন করে খুব আনন্দ পান। এর মূলে আছে নির্জ্ঞানে অবদমিত তাঁর সন্তানহীনতার জন্য মাতৃত্বের কামনা। একে বলা হয় 'অতিক্রান্তি' (displacement)। তৃতীয়ত, কোন সং ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে অন্যায়ে শাস্তি লাভ করে এক দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তে পরিণত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে, নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একে বলা হয় 'বিপরীত গঠন' (reaction formation)।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নির্জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে মনোবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব এখন আর কেউই অবিশ্বাস করেন না, বিশেষ করে ফ্রয়েড-প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণ প্রচারিত হওয়ার পর।

## ॥ ৮ ॥ অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞানের (অবচেতনের) পার্থক্য (Distinction between Sub-conscious and Un-conscious) :

যাকে অন্তর্জ্ঞান (Sub-conscious) বলা হয় এবং যা নির্জ্ঞান (Un-conscious) হিসাবে পরিচিত—উভয়ই মনের অংশ বা স্তর। কিন্তু মন ও চেতনা সমব্যাপক নয়। মনের সব অংশই চেতনার দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। অন্তর্জ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি স্তর। তবে, চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন চেতনা সংহত থাকে, অন্তর্জ্ঞানে চেতনা অস্পষ্ট থাকে। অপরপক্ষে, 'নির্জ্ঞান' চেতনার ক্ষেত্রের বাইরে একটি স্তর।